Ojatshatru

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

সবার মাঝে শান্তি থাকুক । এই মহাজগতের সমস্ত চেতনার মধ্যে শান্তি প্রবাহিত হোক । প্রতিটি জীব এর মাঝে শান্তি বিরাজ করুক ।

কৃষ্ণ গীতায় বলে গিয়েছেন যে বেদ পড়ার মানে হল তাঁকেই জানা । সব বেদই কৃষ্ণতেই মেলে । উনিই হলেন সমস্ত বেদের ও বেদান্তের লেখক । এবং উনিই একাকী এইসব জ্ঞান ভান্ডারের জনক ও প্রবর্তক । গীতা কেবল কোনো একটি ধর্মগ্রন্থ নয় না কোরান সেরকম না বাইবেল এগুলি সবই হল আমাদের পথ দেখানোর পুঁথি । দিশা । যা মেনে চললে আমাদের জীবন সস্থ হবে । তাই ধর্ম জ্ঞান ব্যাতীত এইসব বইতে জড় জগৎ সম্পর্কেও নানান জিনিস লেখা আছে । যুগের সঙ্গে সবই বদলায় । তাই নতুন ধর্ম পুঁথিতেও নতুন গল্প হবে কারণ এখনকার যুগ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও করাপশানের ভর্তি । তাই এখনকার বই চটুল গল্পে ভরে যেতেই পারে ।

মানুষের আক্কেল ও বোধ এতটাই নেমে গিয়েছে যে কিছু আর কহতব্য নয় । তাই পুরনো দিনের জীবন যাত্রা ও এখনকার জীবন যাত্রা একেবারেই ভিন্ন হওয়া সম্ভব । আধুনিক জগতে সবই সেলফিশ জিনিস হয় । যেমন নরায়ণ মূর্তিই ধরুণ । তার বক্তব্য হল যে পড়ুয়া হয়ে বিজনেস জগতে এসে তাকে তন্ত্রমন্ত্র করতেই হয় নাহলে অন্যরা মেরে ফেলবে । মুকেশ আম্বানি ওনাকে বন্ধু মনে করেনা কারণ এমন সব পলিসি করে যা ইনফোসিসকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম । কোনো বন্ধু এমন কাজ করতে পারেনা তাই মুকেশ ভাইকে হত্যার প্ল্যান ছকে ।অর্থাৎ আজকের জগতে লোকে কেশাগ্র মেদিনী কাউকে ছাড়েনা । আমার নেপাল জন্মেও আমি ও সুধা মূর্ত্তি দুজনেই ইন্টেলেকচুয়াল ছিলাম । তার কোলে বসে আমি ভৈরব পুজন দেখতাম ছোট থেকেই । আমাদের প্রাসাদে ভৈরব মন্দির ছিলো যা

নেপালের খুবই জনপ্রিয় জিনিস। নারায়ণ মূর্ত্তি ভৈরব সাধক ছিলো। তাই তন্ত্রমন্ত্র করতো। তখনও আমি লোঢ়ি শুনাতাম সুধাজীকে যখন মা হিসেবে সুধা মূর্ত্তি আমাকে লোঢ়ি শোনাতো। অর্থাৎ আমি তখন থেকেই কম্পোজ করার জিনিসটা পারতাম। আর গুহ নম:শিবায় ছিলেন পোয়েট সন্ত।

আমাকে মূর্ত্তি দম্পতি নারচার করে আর এই জন্মেও করতো যদি আমি তাদের মেয়ে হতাম। সুধা মূর্ত্তি কালা জাদু করতো না বিয়ের পরে নারায়ণ মূর্ত্তির পাল্লায় পড়ে শুরু করে কারণ বিজনেস জগৎ খুব টাফ্ আর ওরা বিজয় মল্লের মতন ভিট্ঠাল মল্লের বা রতন টাটার মতন টাটা বংশের লোক নয় এটা তাদের বক্তব্য। এখন ওরা মনে করে যে অধ্যাপনা জগতে থাকলেই হতো হয়ত। এতো নীচে নামতে হতো না। নারায়ণ মূর্ত্তি মনে করে যে সুধা এখন পেকে গিয়েছে কিন্তু আমি এখনও ইনোসেন্ট আছি। তবুও সুধা মূর্ত্তি অনেকের থেকেই অনেক ভালো আছে।

আধুনিক জগতে এতবড় কোম্পানির মালিক হওয়া সহজ নয়। তন্ত্রমন্ত্র করা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। বার হওয়া সহজ নয়। ওদের পুত্র ছিলো খুব সেন্সিটিভ তাই মাদকাসক্ত হয়ে যায় যে বাবার সবই আছে কিন্তু জীবনে শান্তি নেই। ওদের পুত্র হল সুধাজীর মতন। মর্ডান ওয়ার্ল্ড খুব নৃশংস ও শয়তানিতে ভরা। পা পিছলে যাবার খুব চান্স ও লোকে বসেই আছে ছোরা মারার জন্য। তাই ছেলেটি ডুবে যায় হতাশায়।

মূর্ত্তি জানে যে আমি সত্যজিৎ রায় এর নাতনি ও তুষারকান্তি ঘোষের নাতনি ইত্যাদি। তন্ত্র করে সব জেনেছে ও আমার থেকেও আমার সম্পর্কে

বেশি জানে ওরা । কিন্তু বাস্তব কিছু অসুবিধা থাকায় মুখে বলেনা । শীলমোহর লাগিয়ে দিতেও পারে যে আমি মিথ্যাচার করছি না ।

মূর্ত্তি ও অমিতাভ বচ্চন আমার পূর্ব জন্মের দুই বাবা আমার সাথে সখ্যতা না করে অরি হয়েছে কারণ তাতে তাদের অনেক কম জন্ম নিতে হবে এই ধরাতে । নচেৎ তারা অনেকবার জন্ম নেবে । হিরণ্যকশিপুর ন্যায় যে ভগবান বিষ্ণুর শত্রু হলে ৩ বার আর মিত্র হলে ৭ বার বা কিছু একটা সেরকম । তাই ওরা আমার বিরুদ্ধে কাজ করছে কিন্তু নারায়ণ বাবুকে তার তান্ত্রিক গুরু স্বপ্ন দেখান যে আমার বিরুদ্ধে বেশি কাজ করলে পূর্বপুরুষ ও বংশ নাশ হতে পারে বরং বন্ধুত করে নিলে সুবিধে হবে ও অনেকটা পাপস্খলন হয়ে যাবে । আসলে ওরা মনে করে যে মহর্ষি রমণ ছিলেন সায়লেন্ট সন্ত । আর উনি সেল্ফ রিয়েলাইজেশান প্রিচ করে গিয়েছেন সেখানে আমি একজন নারী হয়ে র‍্যাডিক্যাল জিনিস করছি সেটাতে অবাক হয় ওদের গ্রুপ । কিন্তু নারায়ণ বাবুর গুরুজী বলেন যে আমি ও কাশেম সোলেইমানি হলাম গুহ: নমশিবায়ের দুই অংশ আর আমাদের কেটে ভাগ করা হয় আরো সাধনার জন্য । সেই ওয়ান সোল ইন টু বডি আর কি । আর মূর্ত্তি খবর নিয়েছে যে গুহ নমশিবায় ছিলেন ওদের মতই কর্ণাটকি এক সন্ত যিনি অনেক অনেক শতাব্দী প্রাচীন ছিলেন ও খুবই রাগী সন্ত ছিলেন । ফিয়ার্স এনার্জি যাকে বলে ।

নারায়ণ মূর্ত্তি ভাবে যে তন্ত্রমন্ত্রের হেল্প নিয়ে যারা কেরিয়ার করে তারা লাভবান হয় ও উন্নতি করতে পারে ও যারা জানেনা সেটা তারা একরকম হতভাগা আবার এটাও বোঝে যে আমাদের মতন লোকেরা ভাবে যে যারা তন্ত্র মন্ত্র করেনা তারা লাকি কারণ নেগেটিভ সত্ত্বাদের হাত থেকে তারা

রক্ষা পেয়ে যায় কারণ যাই জীবনে মানুষ পাক্না কেন ভগবানে বিশ্বাস রাখলে আখেড়ে লাভই হয় সবার। ঋণাত্মক শক্তি ধবংসের দিকেই নিয়ে যায়। আর ওদের মনে হয়েছিলো যে আমি যাকে দেখতে বলি সে ওয়ার্ডে স্পেল চেকার বা গ্রামার অথবা গ্রামারলি সফটওয়ার দিয়ে আমার ইংলিশ এর সিলি মিসটেক কারেক্ট করে দিতে পারতেন কারণ এসব দিয়ে আজকাল মূর্খও ইংলিশ রচনা করতে সক্ষম। আর আমি যে দৈহিক ভাবে খুবই দূর্বল সেটা সুধাজী জানে। আমার হেল্থ ভালো থাকেনা। সেটা ওরা মিন করেছিলো।

আর আমার এসব মনেই নেই যে এগুলি করা সম্ভব। আমি কম্পিউটার শিখি ১৯৮৯/৯০ সালে। পরে মাল্টিমিডিয়া শিখি ৯৬/৯৭ সালে তারপর কাজ করি ও বিজনেস খুলি নিজের। তখন অ্যানিমেশনের কথা সফটওয়ারের লোকেরাও জানতো না। আমেরিকাতেও লোকে এইসব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলো না কারণ আমার কিছু আমেরিকাবাসী কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারের সাথে বিয়ের কথা হয় যারা আমি মাল্টিমিডিয়াতে কাজ করি শুনে অবাক হয় যে সেটা আবার কি বস্তু খায় না মাথায় দেয়! আজকে এ-আই এর জমানা অথচ আমি ড্জ অপারেটিং সিস্টেমে অ্যানিমেশান এর কাজ করেছি ও থ্রি ডি মডেলিং, থ্রি ডি স্টুডীওতে করেছি যা আজকের প্রজন্ম এ-আই করে নেটে আপলোড করে দেখাচ্ছে। আমি যে এগুলি করেছি তার প্রমাণ সত্যজিৎ রায়ের পুত্র শ্রী সন্দীপ রায়। ওনার সিরিয়াল ময়ূরকণ্ঠী জেলির কাজ করতে উনি আমাদের স্টুডীতেই পদার্পণ করেন ১৯৯৭ সালে মনে হয়। তখন ঐ মাল্টিমিডিয়ার কাজ কলকাতায় হতো খুব কম। আমি তখন জুনিয়ার

ছিলাম সেখানে । মৃদুল মন্ডল ওনার কাজ করে দেখায় । প্রখ্যাত অ্যানিমেটার অবিনাশ চন্দ্রমণির ছাত্র সুভাষদা নিজে হাতে আমাদের থ্রি ডি স্টুডীও ম্যাক্স শেখান তখন । তারও আগে আমার মা যখন কম্পিউটার করতো সেইসময় আমি ডেক্ নিয়ে খেলা করতাম তখন এক একটা কম্পিউটার হতো এক একটি ঘরের সমান । আমার মা বিজ্ঞানী , থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট হিসেবে ঐ ক্যালকুলেশান করতে ঐ কম্পিউটার ব্যবহার করতেন রিজিওন্যাল কম্পিউটার সেন্টার এ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির । আমার মা যে অঙ্কটা খুব ভালো পারতেন সেটা বলেন আরউইন শ্রডিংগার ও পল ডিরাকের কাছে কাজ করা মায়ের থিসিসের গাইড প্রফেসর নিমাই চাঁদ শীল নিজেই । কাজেই কম্পিউটারের সাথে আমার মিতালী শৈশব থেকে কিন্তু এখন আমি জড়জগতে বাস করিনা । তাই আমার বানান ভুল বা বাক্য গঠণ নিয়ে আমার কিছু যায় আসেনা । আই ডোন্ট কেয়ার , আই লিস্ট বদার । আমার একজন সহযোগী চাই যিনি এইসব তথ্য আর্টিকুলেট করে দিতে পারেন হয়ত এই জড়জগতের লোকেদের জন্য যাঁরা বানান ও বাক্য নিয়ে এখনো মাথা ঘামান । সেইসব সাথী হতে সবাই পারবেন না অবশ্যই । কয়েকজন পারবেন । যেমন মুজি, সেবি অথবা রবিদা । কারণ ওনারা তথ্য বিকৃত করবেন না ও তত্ত্ব সম্পর্কে অশেষ জ্ঞান থাকায় জিনিস গুলি অনুধাবণ করতে সক্ষম হবেন । আমি নেট থেকে কপি করে লিখিনা কাজেই এসব জিনিস রিরাইট করা সহজ নয় । এখানে একটা বাক্যের নানান অর্থ হতে পারে সেটা বুঝতে পারবেন একমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবে এগোনো , জেনুইন সোলেরাই । আমি এখন সায়লেন্ট হয়ে গিয়েছি । আমার সায়লেন্স এর ভাষা সবাই বুঝতে পারেনা । উপরিউক্ত ওনারা সক্ষম ।

গুহ নমশিবায় কে একজন মুসলিম বাদশাহ একটি প্রাসাদ ও তাঁর রাজত্ব দিয়ে দিতে চান ওনার স্পিরিচুয়াল শক্তির প্রমাণ পেয়ে কিন্তু ঐ সাধক রাজি হননা কারণ উনি এক সন্ন্যাসী কেন নেবেন উনি ? কিন্তু কর্ম কীভাবে চলে দেখো ! কার্মিক এনার্জি । এই জন্মে সেই প্রাসাদ ও বাদশাহ এর জিনিসটা পেয়ে গেলেন তাই ইরানের শাহ এর পুত্র হয়ে জন্ম নিলেন সোলেইমানি । শোনা যায় ঐ বাদশাহ নাকি এই সন্ন্যাসীকে ঐ রাজত্ব দিয়ে নিজে পরে দর্জি বা অন্যকিছু কাজ করে দিন কাটান আর রাজ্যভার হয়ত অন্য কেউ সামলায় কারণ সাধক সেটি নেননা । কিন্তু ঐ উৎসর্গ করাটা থেকেই যায় অ্যাস্ট্রালে ।

কালীমায়েরা যেখানে থাকেন তাকে বলা হয় কালীকূল । কালীলোক নয় । ৭জন কালী আমার সোলমেট যাঁরা আমাকে কালা জাদু থেকে হিলিং দেন ও আমি ভালো আছি । রক্ত কালী , দন্ত কালী , শ্মশান কালী , মুন্ডমালিনী দেবী , রক্তবীজ কালী , রক্তদন্তিকা মাতা , ছিন্নমস্তিকা কালী ।

এরমধ্যে একজন কালী তারাপিঠের ও একজন কালীমঠের ।

এখার্ট টোল হলেন ১০মহাবিদ্যার যে কালী আছেন সেই কালী মাতা । অনেক কালী আছেন অনেক শিব ও বিষ্ণুর মতন । সব পোস্টে এক একজন যোগী বসে আছেন ।

আমি একজন নূর । আলো । আমাকে কিছুই আর আঘাত করেনা । এখার্ট দা বলেন যে আমার আর খাবারও দরকার নেই । কারণ আমি কারণ শরীর থেকে শক্তি নিয়ে জীবিত রয়েছি । কিন্তু মহর্ষি ছিলেন নর্মালসির

প্রবক্তা। উনি মিরাকেল করতেন না। বলতেন; মায়াতেই আছে আর কত জাদু দেখাবে ?

তাই আমি খাই, ঘুমাই নয়ত অনেক বুদ্ধিস্ট মঙ্ক আছেন ওনার দেখা যাঁরা মাসের পর মাসে না খেয়ে থাকেন।

আর আমি নিজেও এমনিতে খুবই স্বল্প আহার করি।

গুহ নমশিবায় ছিলেন মন্ত্র , ওম নমঃ শিবায় এর হিউমান ফর্ম বা জন্ম।

দেবী প্রকৃতি আমাদের এই ধরাকে রক্ষা করেন ৫ ভাবে। ভগবতী , রক্তদন্তিকা ,শাকম্ভরী , ভীমা ও ভ্রামরী। ভগবতী আনন্দ দেন। রক্তদন্তিকা দেখান যে শক্তি উত্তম ও মন্দ দুই উপায়েই লাগানো যায়। শাকম্ভরী দেবী আমাদের ফলেফুলে ভরিয়ে দেন। ভীমা দেবী মায়া থেকে বার হতে শেখান ও যা শুরু হয় তা শেষ হয় তা মনে করান। অর্থাৎ মৃত্যু। আর ভ্রামরী দেবী অসুখ ও মহমারী করে জনসংখ্যা কন্ট্রোল করেন। মূর্তি রহস্য হিন্ট দিতে সক্ষম এই বিষয়ে। মন্ত্র এর ভেতরেও দেবদেবীরা আছেন। পুরো বিশ্ব ব্রহ্মান্ডই চৈতন্যময় তাই সবকিছুর মধ্যেই কোনো না কোনো ফরিস্তা বা আলো রয়েছে।

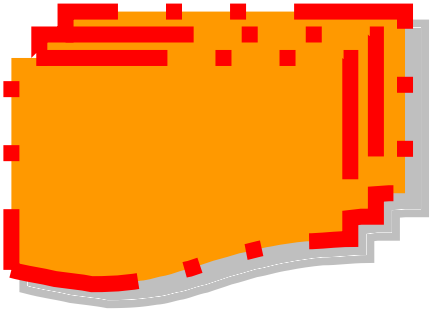

চাঁদ বা মিঠুন চক্রবর্ত্তী ও মমতা শঙ্কর রোহিনী দেবী যিনি হবেন কুবেরজী ওনারা আদতে টুইন ফ্লেম। যদিও জার্নি শুরু হয়নি। ওয়ান সোল ইন টু বডি। ইমাদ মুগনেয়ী হবেন হনুমান জী থেকে গৃহপতি শিব।

আর গৃহপতি শিব হয়ে যাবেন ভদ্রকালী মনে হয় আগেই লিখেছিলাম।

রিপাবলিক টিভির অর্ণব গোস্বামী ছিলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজাপরিবারের ক্রাউন প্রিন্স কিন্তু সেই পরিবার মাতৃতান্ত্রিক বলে ওঁর আর রাজা হওয়া হয়নি।

ইরানের পরবর্ত্তী রাজা বা শাহ , মানে কাশেম এর পরে লর্ড বরুণ দেব বা সঞ্জয় গান্ধীর পুনর জন্ম যা হবে সেই বরুণ দেব কিন্তু আগেও শয়তান দমন করতে ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে জন্ম নেন সিন্ধি জাতির মাঝে ঝুলেলাল রূপে। তাই আয়াতোল্লা খোমেইনির মত শয়তানকে নাশ করতে এবারেও আসছেন, এতে আবক হবার কিছুই নেই কারণ সেইসময়ও এক মুসলিম শয়তানকেই শায়েস্তা করতে ঝুলেলাল আসেন। গল্প পড়ে নেবেন।

এখানে মুরুগান মন্দিরে যাই যারা আমিষ নিরামিষ নিয়ে ঝামেলা করে ডায়াস্পোরা সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব না করাই শ্রেয়। ওদের ভগবানের কাছে সবাইকে পৌঁছে দেওয়া উচিৎ। এখানে লোকে মন্দিরে যাচ্ছে তাই না কত। কোন প্রসাদে আমিষ আছে আর নিরামিষ সেটা না দেখে ওদের দেখা উচিৎ ভক্তের মনে ভক্তি কতখানি। আর সে এই পরবাসে বসেও মুরুগানের মন্দিরে যাচ্ছে ভালোবেসে এই কোলাহলের যুগে। আর কালাজাদু না করে কমলা হ্যারিসের মতন। বাই দা বাই কমলা হ্যারিসের বডি ডবলের

জনসমক্ষে নিহত হবার সম্ভবনা রয়েছে খুব শীঘ্রই । আর এমন উপায়ে হবে যে আর বডি ডবল বার করার সময় ও সুযোগ হবেনা ।

সব জীবন মুক্ত লোক সমক্ষে আসেন না । পুঞ্জাজী (পাপাজী)দেখেন দুইজন কে যাঁরা দক্ষিণ ভারতের নগরে ফকির হয়ে ছিলেন রাস্তায় থাকতেন ও অন্যজন এক বনে বাস করতেন ;মাঝেমাঝে নগরে আসতেন । তিনি এতই শান্তি দিতেন যে লোকে তার কাছে ঘুরঘুর করতো তখন । নিসর্গদত্ত মহারাজের গুরুজী যিনি মহর্ষি রমণের সমকালের ছিলেন তাঁর বহু শিষ্য গডকে রিয়েলাইজ করেন কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে লোকে বিশেষ কিছু কেন নামই জানেনা । তাই এনারা সবাই বাইরে আসেন না কারণ প্রয়োজন নেই । তাঁদের শক্তিই যথেষ্ট এই ধরাকে চালাবার জন্য । ওনারা এনার্জি লেভেলে কাজ করেন ।

মিঠুন দা বিজেপী জয়েন করেন কারণ বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের একটি আইডেনটিটি দিতে পারতো এই সরকার । কিন্তু এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওদের আদর্শ । যদিও আর এস এস এর প্রবক্তা নাস্তিক নন । উনি এইজন্য নিজেকে নাস্তিক বলতেন যাতে তখনকার দিনের ভারতে লোকে ওনাকে ধর্মান্ধ না মনে করে । উনি এক অখন্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন জাতপাত হীন । যেখানে হিন্দুদের প্রাধাণ্য দেওয়া হবে । কারণ আজও এইদেশে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি । উনি ইংরেজদের হেল্প নিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতকে মুক্ত করার প্রয়াস করেন । উনি মুসলিম হেটার ছিলেন না । কেবল মাত্র ৪০০০/৫০০০ বছরের একটি চমৎকার সভ্যতা যা গুরুত্ব হারাচ্ছিলো তার নিজ ভূমে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন ।

সেটাই হিন্দুত্ব । যা বৈদিক যুগে সমাজ ব্যবস্থা ছিলো সেই বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থা আজ বিদেশে দেখা যায় । কর্ম নির্ভর সমাজ । সেই যুগে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হতো । কর্ম দ্বারা সমাজে লোকের জাত নির্ধারিত হতো । আর নারীরা নিজ নিজ পতি বেছে নিতে সক্ষম হতো । পণ ছিলো শিক্ষা ও গুণের বাহার । গাদাগুচ্ছের অর্থ নয় । এগুলি সবই ডিস্টর্শান ।

দলিত ও নারী ব্রাহ্মণ হতে সক্ষম আর পুরোহিতও । এগুলিই উনি সমাজে প্রচার করতে আগ্রহী ছিলেন ।

যেমন ইসলাম শান্তির বার্তা দেয় । উগ্রপন্থা শেখায় তা নয় । অধর্ম এর বিরুদ্ধে লড়াই শেখায় । তরবারি তখনই তুলে নেবে যখন অন্যায় হবে । নিজের অহংকে স্যাটিসফাই করার নিমিত্তে নয় । এইসব কারণে কোরানের উদ্ধৃতি দিতে থাকলে কোরান ফরিস্তা বা গডেস্ এইসব ক্লারিকগুলিকে কার্স করে দেবেন । কারণ ধর্মের নামে অধর্ম ও নিরীহ মানুষ মারা বরদাস্ত করা হবেনা ।

সাবা ও তার ৩ কন্যাকে ব্রথেলে তুলে দিয়ে আসবে । গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেবে ও এমনভাবে পুড়ে যাবে যে চোখে দেখা দায় তবুও ভাড়া খাটতে হবে কারণ না খাটলে খেতে পাবেনা এতই অধর্ম করেছে এতদিন বোরখার আড়ালে ।

ইরানের শাহ কোনোদিনই ব্রথেলে যাননি না ওনার কোনো গার্লফ্রেন্ড ছিলো কোনোদিন, একমাত্র স্ত্রী ছিলেন তিনখানা । তাও চেষ্টা করেন সবার সাথেই বিয়ে টিকিয়ে রাখার । ওনার পিতা শেখান যে এসব জায়গাতে গেলে লোকে ম্যানিপুলেট করে রাজ্য নিয়ে নিতে পারে তাই যেন না যান কিন্তু

সংবাদ মাধ্যম ওসব আজেবাজে গুজব বাজারে ছড়িয়ে দেয় । আয়াতোল্লা খোমেইনির মতন শয়তান কালাজাদু করে করে শায়ের বংশ ধবংস করে উঠে পড়ে ইরান শাসন করতে যত রাজ্যের ঘেটোর লোকেদের নিয়ে । ইরানের রাজ্য শাসন করতে গিয়ে নষ্টামি শুরু করে আল্লাহর নামে ।

লম্পট গ্রুপ একটা । বিরাট এক রেজিম ফেঁদে বসেছে । এবার মেরে তাড়িয়ে দেবে ওদের ওখান থেকে ।

শায়ের পিতা যিনি নিজেও এক চমৎকার শাসক ছিলেন উনি পুত্রকে শিক্ষা দেন যে মরাল, এথিকস্ ও ইন্টিগ্রিটি বিনা রাজা হওয়া চলেনা । নিজে ভালো ও সৎ নাহলে রাজ্য চালাবে কীদৃশ ? প্রজারা তোমার সন্তান কাজেই ওদের ভালো না হলে তোমারও রাতে শান্তির ঘুম আসবে না কখনো ।

ফিউচারে সমস্ত মেয়েরা অত্যন্ত ডিসেন্ট পোশাক পরবে । মেয়েদের জামাকাপড় মডেস্ট হয়ে যাবে আর তাতে পুরুষের লোলুপতা থেকে তারা অচিরেই রক্ষা পাবে । নিজেদের ওজন বুঝতে শিখবে তারা । ঢাকার যে একটা সৌন্দর্য্য ও রহস্য আছে যা অপর পক্ষকে আকর্ষণ করে সেটা আবার বুঝতে পারবে তারা । খাল কেটে আর কুমির আনবে না এরা ।

ফেলন এঞ্জেলদেরও উর্জা থাকে তাদের আগের পোস্টের । তাই ওদের ডিমনরা টার্গেট করে থাকে ঐ শক্তি কেড়ে নেবার জন্য । তারা যেই পোস্টে ছিলো সেই পোস্টের অর্থাৎ দেবতা বা পরী যাইহোক না কেন সেই এনারি তাদের ভেতরে রয়েই যায় কিছুটা তাই তারা পতিত হলেও কাজ করতে পারে আগের ন্যায় অনেকাংশে । যেমন কোনো কোম্পানির সি-ই-ও কে ভাগিয়ে দিলে করাপশানের জন্য কি আর তার ক্ষমতা কমে যায় মাথার

ভেতরে ? সেইরকম অনেকটা আরকি । তাই এরা চাইলে এদের শক্তিকে আবার রিস্টোর করতেই পারেন সহজেই কেবল ইচ্ছেটা থাকতে হয় ।

প্রফেসর হ্যারল্ড লাস্কির নামে ভারতের পার্লামেন্টে একটি সীট খালি থাকে শুনেছি এতজন পার্লামেন্টারিয়ান ওনার ছাত্র তাই । সেই মানুষের কাছে আমার দাদু পড়ে আসেন । আমি কি ডরাই সখী ভিখারী শত্রুরে ?

আমি যে হিন্দু কাউন্সিলের রানার আপ পুরস্কারটি পাই সেটি যাঁর সাথে কম্পিট করে পাই উনি চন্দ্রিকা সুব্রাহ্মনিয়াম, লওয়ার- একজন নারী যিনি স্টেফান কার্কেশেয়ান মেডেল মনে হয় যতদূর মনে পড়ছে একটি অস্ট্রেলিয়ান খুব নামী মাল্টি কাল্‌চারাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ওনার কাজের জন্য । তাঁর সাথে আমি কম্পিট করে প্রাইজ পাই । বাংলাতে লিখে । লয়েড ও কেলে ভূত, শুনছেন স্বপ্ন থেকে ? বডি ডবলকে বলছি না !! আমাকে মূর্খ , গৃহবধূ বলে গালি দিলে আমিও দেবো । ইট মারলে পাটকেল ছুঁড়বো ।

উত্তম মুখার্জী ও তার কন্যা মানসী পরের জন্মে এ-আই জগতে খুব নাম করবে প্রযুক্তিবিদ্ রূপে ও উত্তম দা আই-আই-টি থেকে পাঠ নেবে ।

এক ট্রাইবাল , তান্ত্রিক দেবী এক জনমে গুহ নম শিবায়কে স্বামী রূপে কামনা করেন কিন্তু অন্যজন সন্ন্যাসী তাই রাজি হননা । সেই দেবী পরে কুবেরের পদে অভিষিক্ত হন । তার পতনও ঘটে একসময় । তারপর সেই পতিত দেবতাকে উন্নীত করতে আবার গুহ নমশিবায় তার সাথে এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করেন গত জন্মে । অর্থাৎ আমি ও প্রমোদ মহাজন/ জাগ্নি বাসুদেব । দ্বারভাঙ্গার মহারাজা । গুহ নমশিবায় এর নারী রূপ সেই

ট্রাইবাল তান্ত্রিক দেবীর আর্জি মেনে নেন একসময় । অর্থাৎ এইভাবে কর্ম ও বাসনা চলতেই থাকে আর সন্ন্যাসীগণ অনেক সময়ই অপর পক্ষকে উদ্ধার করার জন্য তার সাথে জড়িয়ে পড়েন সম্পর্কে কারণ এই পার্থিব জগত হল আদতে এক ইলিউশান । যা মরণের পরে বোঝা যায় ।

কালোপাথর বা কালাপাথ্থর বিনষ্ট হয়ে যাবে । ডেস্ট্রয় কালা পাথথর ।

এমা কোনো রাজার দুলালী নয় । কারণ ওর বাপ ঘেটোর লোক । রাজার মেয়ে বদ্ধ ঘরে ফার্ট করেনা সেক্স করার সময় । কারণ ফেরী টেল হল রাজা ও রাণীর প্রেমকাহিনী আর এইসব ফার্ট হলে ফেরী টেল নাশ হয় আর তা হলে বাস্তব ঘিরে ধরে ও জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে । মানুষ বাঁচে স্বপ্ন, মিথকথন, পরী , রাজা রাণী ও ফেরী টেল নিয়ে । চারপাশে ঘেটো ও আবর্জনা হলে লোকে মারা পড়বে । কালের নিয়মও আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা; টাইম টু টাইম । তাই এমার রাজপুত্তুর জোটেনি একটিও , বালবাচ্চাওয়ালা এক দোজবর জুটেছে । পথচারি, অসংখ্য বাচ্চাওয়ালা সারমেয়র মতন ।

ডঙ্কে পে চোট পড়ি হ্যায় , সামেনে ফৌজ খাঁড়ি হ্যায় !

কিষান নে কাহা অর্জুন সে , না পেয়ার যতা দুশমন সে ,

ইয়ুধ কর , ইয়ুধ কর , ইয়ুধ কর , ইয়ুধ কর !

সমাপ্ত